R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৫শ বর্ষ | ২০শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই আশ্বিন, বুধবার, ১৪১৫ সাল। ১লা অক্টোবর, ২০০৮ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা | বার্ষিক : ৫০ টাকা

ধুলিয়ান পুরসভার সংকট কাটাতে ব্যালটে অনাস্থা ভোটের নির্দ্দেশ হাই কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভায় সি পি এম বোর্ডের বিরুদ্ধে কংগ্রেসীদের অনাস্থা প্রস্তাবে আইনী টানাপোড়েনে এলাকাবাসী জর্জরিত। সেখানে দু'মাস ধরে অনাস্থার খেলা চলায় পুরসভায় কোন উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে না। কংগ্রেসীরা আইন বহির্ভূতভাবে মনসুর আলিকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে নিজেদের বোঝাপড়ায়। এই পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট বোর্ড কোলকাতা হাইকোর্টে অনাস্থার ব্যাপারে আবেদন জানালে গত ১৯ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রকুমার মুখার্জী কংগ্রেসীদের দু'দিনের অনাস্থা প্রস্তাবকে বাতিল করে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণের নির্দেশ দেন এবং জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসককে ঐ ভোট পরিচালনার দায়িত্ব দেন। পুজোর ছুটির পর সাত দিনের মধ্যে ভোটের ফলাফল কোর্টকে জানানোরও নির্দেশ দেন। এই পরিস্থিতিতে পুর পরিষেবা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন এলাকাবাসী। ঈদ ও শারদ উৎসবের প্রাক্কালে ধুলিয়ান শহর জঞ্জালে ভর্তি। বৃষ্টির জলে প্রায় ওয়ার্ড ডুবে আছে। জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। মশার উপদ্রবে বাস করা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

জঙ্গিপুর নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি এখন আর রুগ্ন নয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২০০৩ এর ৯ জুন রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের উমরপুর হাট চত্বরে মন্ত্রী ছায়া ঘোষের উপস্থিতিতে জঙ্গিপুর নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির (আর, এম, সি) দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে উদ্যাপিত হয়। ঐ সময় বি পি এলের ২৮ লক্ষ টাকায় এখানে বিল্ডিং তৈরীর কথা জানা যায়। উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করা মানুষ স্বল্প ভাড়ায় ঐ সব ঘরে ব্যবসা করে স্বনির্ভর হবেন ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে যে সময় উদ্যোক্তাদের কোন আশা পূরণ হয়নি। নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির আয়ের উৎস ছিল ফরাক্কা, রতনপুর ও সাগরদীঘির চেক পোষ্ট। সংস্থায় নিযুক্ত কর্মী ৬২ জন। তদানীন্তন সেক্রেটারীর অদক্ষতায় কর্মীদের অফিসে হাজিরার কোন নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না। অথচ বেতনের দিন প্রত্যেকে হাজির থাকতেন। রাজনৈতিক দাপটে কাজ না করে বেতন পেয়ে যেতেন অনেক কর্মী। অন্যদিকে ফরাক্কা, ধুলিয়ান পশু হাট, রতনপুর চেক পোষ্টে আয়ের থেকে ব্যয় বেড়ে যায়। কর্মীদের মাস মাইনে, জেনারেটর ভাড়া, গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি মেটাতে সংস্থার ব্যাঙ্কে মজুত পাঁচ কোটি টাকা নিঃশেষ হতে থাকে। কর্মীরাও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে থাকেন। (৩য় পৃষ্ঠায়)

স্মরণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : মৃত্যুর ৪২ দিন পর ২৭ সেপ্টেম্বর '০৮ রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবনে জঙ্গিপুরের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সংস্কৃতিপ্রেমী বরুণ রায়ের স্মরণ সভা করলো স্থানীয় আর এস পি পার্টি। অথচ বরুণবাবুই নাকি এখানে ঐ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। ঐ দিনের সভাপতি প্রদীপ নন্দী বরুণবাবুকে জঙ্গিপুরের বামপন্থী (৩য় পৃষ্ঠায়)

রাজ্য বিদ্যালয় কবাডি প্রতিযোগিতা—২০০৮

অসিত রায় : মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া শাখার উদ্যোগে আহিরণ হেমাঙ্গিনী বিদ্যায়তন প্রাঙ্গণে অনুর্দ্ধ ১২ বছরের বালক-বালিকাদের ২ দিন ব্যাপী রাজ্য বিদ্যালয় কবাডি প্রতিযোগিতা শেষ হল গত ২১ সেপ্টেম্বর। নদীয়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, সেন্ট্রাল কলকাতা, বীরভূম এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা (৩য় পৃষ্ঠায়)

প্রশাসনিক ভবন উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা : মহকুমা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সরকারী দপ্তরগুলোকে এক ছাদের নিচে নিয়ে আসার প্রয়োজনে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ের পাশে ১ কোটি ৬৫ লাখ টাকা ব্যয়ে তৈরী হয়েছে প্রশাসনিক ভবন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর তার উদ্বোধন করলেন জেলা শাসক সুবীর ভদ্র। (৩য় পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

রাজপুর সংবাদ

১৪ই আশ্বিন, বুধবার, ১৪১৫ সাল।

॥ ঈদ উৎসব ॥

সারা ইসলামী দুনিয়ায় আগামী কাল বৃহস্পতিবার ঈদ উৎসব উদ্‌যাপিত হইবে। এই উৎসব আনন্দের উৎসব; যে আনন্দ মানুষ নিজে পাইবে এবং অপরকে দান করিবে। বস্তুত ইহা অপরকে আনন্দ দান করিয়া নিজে আনন্দ লাভ করিবার এক অতি সুমহ অনুষ্ঠান। এই জন্য প্রয়োজন সকলকে আপন করিয়া লওয়ার প্রবৃত্তি। ভাবিতে হইবে 'কেহ নহে নহে দূর'। আর্যঋষির 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' যে উদাত্ত আহ্বান, তাহা সকলকে আপনবোধেই উদ্‌বুদ্ধ হইয়া আহ্বান। কবি গাহিলেন—'শুনহ মানুষ ভাই,/ সবার উপরে মানুষ সত্য/তাহার উপরে নাই।' ইহাও ত সর্বমানবে প্রেমদানের কথা!

'ফিতর' এর অর্থ দান। 'ঈদ-উল-ফিতর'—ইহার অর্থ দানের আনন্দ। কী দান? প্রেম-ভালবাসা দান এবং তাহা সকলকেই। ধনী-নির্ধন, পাপী-তাপী, ধার্মিক-অধার্মিক, সর্বশ্রেণীর মানুষকে সৌভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা প্রদান করিয়া আনন্দ দিতে হইবে। তাহার দ্বারা দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই খুশিতে ভরপুর হইবে। এই দিনটি আনন্দ উৎসবের, সকলকে বুকে টানিয়া প্রীতি বিনিময়ের হইলেও সার্বজনীন ও সর্বজনীন অদ্যাপি হয় নাই। এখনও স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত শিয়া সুন্নির মধ্যেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা অব্যাহত গতিতে চলে। 'ফিতর' বা দান—দরিদ্রদিগকে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি দান এখন বিনয়-মমতাপূত নহে! এক আল্লহুতায়লা ছাড়া অন্য সকলেই তাঁহার বান্দা—এই বোধ খুব কম পরিলক্ষিত হয়। কট্টর মৌলবাদিতা ইসলাম ধর্মের মূল সুরকে অনেকাংশে বিনষ্ট করিতেছে। অবশ্য সকল ধর্মের মধ্যে মৌলবাদিতা উক্ত ধর্মসমূহকে মলিন করিয়া দিতেছে। সাধারণ মানুষের মনে পাপের ভয় থাকায় প্রতিবাদের স্বর কঠোর ও একমুখী হয় না; তাহার ফলে স্বার্থসিদ্ধি সহজেই সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদীরা পৃথিবীব্যাপী শান্তিকামী মানুষের শান্তি কাড়িয়া লইতেছে; নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাইতেছে; আর তৎসঙ্গে রাজনৈতিক অভিসন্ধি পূর্ণ করিতেছে। শক্তিধর উন্নত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বার্থ না দেখিলে প্রতিকারের জন্য অগ্রণী ভূমিকা লইতেছে না; মুখের স্তোকবাক্যে কর্তব্য সম্পাদন করিতেছে।

পবিত্র ঈদ উৎসবে সকলের মঙ্গল হউক এই আন্তরিক শুভ কামনা। সর্বধর্মের মানুষের প্রতি সকল ধর্মের মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রয়াস বিজ্ঞাপিত হউক—এই কামনা করিতেছি।

বাঙালীর দুর্গাপুজো— অনুষ্ঠান থেকে উৎসবে

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের দুর্গাপুজো অনুষ্ঠান থেকে উৎসবে দাঁড়ালো কিভাবে তার ইতিহাস খুঁজতে হলে চলে যেতে হবে মোগল বাদশাহের যুগে। সেটা হলো রাজা প্রতাপাদিত্যের যোগ্য পুত্র রাজা শঙ্করাদিত্যের আমলে। শঙ্করাদিত্য মোগল বাদশাহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার না করায় যুদ্ধে বন্দী হন। বন্দীদশায় ঘটনাচক্রে রাণী যোধাবাঈ এর সঙ্গে শঙ্করাদিত্যের পরিচয় হয়। যোধাবাঈ তাঁর মনোবাসনা জানতে চান। রাজা শঙ্করাদিত্য চন্ডী তথা দুর্গাপুজো করার বাসনা তাঁকে জানান। বাদশাহের নির্দেশে বলাগড়ের দুর্গে অন্তরীণ (গৃহবন্দী) অবস্থায় প্রথম দুর্গাপুজো করেন। সমস্ত ব্যয়ভার মোগল বাদশাহ বহন করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় প্রথম দুর্গাপুজো এটিই। মার্কন্ড পুরাণ বর্ণিত রাজা সুরথের সময় দুর্গাপুজো ছিল অনুষ্ঠান। তা ছিল কেবলমাত্র আরাধনা। রাজর্ষির কর্মানুষ্ঠান। শঙ্করাদিত্যের সময় থেকে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠান থেকে উৎসবে পরিণতি লাভ করে। ধীরে ধীরে সর্বসাধারণের গৃহে ও পল্লী প্রাঙ্গণে দুর্গাপুজো প্রসারিত হয়। ক্রমশঃ কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়ায় দুর্গাপুজো সামাজিক ও আজকের রাষ্ট্রীয় উৎসবে পর্যবসিত হয়েছে। প্রবাসী বাঙ্গালীর হাত ধরে দুর্গাপুজো আজ ওয়ার্ল্ড ফেস্টিভ্যালের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। মার্কন্ড পুরাণের মিস এখন বিশ্ববন্দিত। "Respect for women-hood"—বহির্বিশ্বে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। Chestity উৎসব আজ লন্ডনে হচ্ছে এরই প্রভাবে। নারী তথা মাতৃকা শক্তিই আদি শক্তি। তা মার্কন্ড পুরাণে সুর ও অসুরের যুদ্ধে দেবতাদের পরিত্রাণ-হেতু দুর্গার আগমনকে বিখ্যাত লেখক ও প্রবক্তা ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বলেছেন, "Tyrant of the Tyrany" অর্থাৎ যিনি দুর্বলকে অথবা সৎকে রক্ষার স্বার্থে অত্যাচারীর ওপর অত্যাচার করেন তিনিই মা দুর্গোতিনাশিনী দুর্গা। পরবর্তীকালে এই দুর্গোৎসব বলাগড় থেকে জিরেটি হয়ে পাল রাজাদের বংশধর ও কলকাতা তৈরী হওয়ার পর তাদের হাত ধরে কলকাতার রায়বাড়ী সার্বর্ণ্য চৌধুরীদের বাড়ী এবং দেববাড়ীর তিন বনেদী দুর্গোৎসব কলকাতার প্রথম দুর্গাপুজো। মফঃস্বল শহরে ও গ্রামে প্রধানতঃ বর্ধমান রাজার হাত ধরে ঐ অঞ্চলে দুর্গাপুজো ছড়িয়ে পড়ে। নবাবী সময়ে রাণী ভবানীর দুর্গাপুজো এবং ঠিক ঐ সময়ই বীরভুমের রাজাদের হাত ধরে দুবরাজপুর, আকালিপুর, ভদ্রপুরে দুর্গাপুজোর প্রসার ঘটে। সেই সময় বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়াকে একসঙ্গে 'সরকার মানদারেন' বা মল্লভুমি বলা হত। নবাবী সময় থেকে ব্রিটিশ পিরিয়ড পর্যন্ত এই অঞ্চলে বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী ও নন্দকুমারের বাড়ীর পুজো বাংলায় এক নতুন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে! রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বিপ্লবীদের শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার এক সাগ্নিক অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায় দুর্গাপুজো। মেদিনীপুরে তথা ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ীর দুর্গাপুজোও সমসাময়িক। কেউ কেউ বলেন বর্গী হামলাকারী মারাঠা শিবিরের সৃষ্ট 'নবরাত্রি'—অম্বা পুজোর চল ঐ অঞ্চলে দুর্গাপুজোয় দেখা যায়। বিন্ধাচলবাসিনীর পুজো হয়। এভাবে গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মোটামুটিভাবে সপ্তদশ শতকের শেষ অষ্টাদশ শতকের শুরুতেই দুর্গাপুজো গোটা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা তখন দুটি জনপথে বিভক্ত ছিল। উত্তরপথ—তথা গৌড় থেকে কামতাপুরী এবং দক্ষিণপথ মালদহ থেকে দক্ষিণ ভুমি। উত্তরপথ—উত্তরবঙ্গ থেকে কামতাপুর রাজবাড়ীর দুর্গাপুজোয় অন্যমাত্রা যুক্ত হয়। কুকী, মদেশিয়া, সাসিয়া ও অহমিয়া আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পাহাড়ী পার্বত্য কন্যাদের নৃত্যগীত মুখরিত 'দুর্গা-পুজোকে চিরস্থায়ী করার বাসনা জাগে। এখানেই তিস্তা নদীর ধারে গোটা বাংলা বিরল প্রণালীর দুর্গাপুজো হয়।' তিস্তা-বুড়ীরও পুজো। দুর্গাপুজোর পর অর্থাৎ বিজয়াদশমীর দিন থেকে ওখানে পুজো শুরু হয়। এভাবেই বাঙ্গালীর জীবনে দুর্গাপুজো বিভিন্ন ধারায় এক অঙ্গে উৎসবে রূপ নেয়।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে জমি দান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের মাল্লাপাড়ায় শিশু শিক্ষাকেন্দ্র চালুর জন্য জঙ্গিপুরের মোহন মাহাতোর স্ত্রী অন্নপূর্ণা মাহাতো তাঁর শাশুড়ী যজ্ঞেশ্বরী ও শ্বশুর ক্ষুদিরামের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রায় তিন কাঠা জায়গা পুরসভাকে দান করেন গত ২৪ সেপ্টেম্বর।

স্মরণ সভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

আন্দোলনের স্রষ্টা বলে আখ্যা দেন। প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামীর নানা দিক তুলে বক্তব্য রাখেন জিতেন সাহা, আশিস রায়, মহঃ সোহরাব, হরিলাল দাস, প্রমথেশ মুখার্জী, অমল কর্মকার, জানে আলম মিঞা, মৃণাল ব্যানার্জী, বরুণবাবুর নাতনি অনন্যা রায় প্রমুখ। স্মরণ দত্ত শোকাঞ্জলি পাঠ করেন। এই শহরে বরুণ রায়ের মূর্তি বসানোর বিষয়েও আলোচনা হয়।

প্রশাসনিক ভবন (১ম পৃষ্ঠার পর)

পুজোর পরেই নতুন ভবনে চলে আসবে খাদ্য দপ্তর, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, তথ্য দপ্তর, স্কুল বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর এবং লেবার কমিশন অফিস।

শারদীয়া
জঙ্গিপুর সংবাদ
নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হলো
দাম ঃ কুড়ি টাকা
বাৎসরিক গ্রাহকের জন্য দশ টাকা

জায়গা বিক্রী
উমরপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘোড়শালা রাস্তার উত্তরে ব্যবসায়ী এলাকায় প্লট করে জায়গা বিক্রী হবে।
যোগাযোগ—৯৪৩৪০০০৮২০

ভাসানের ভেঁপু
★ গাড়ির হর্ণ
★ বাজির বিকট শব্দ
★ মাইকের যথেচ্ছ ব্যবহার

আপনার সচেতনতাই
গড়তে পারে
শব্দ-দূষণমুক্ত পরিবেশ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জনজীবনে অগ্রগতির রূপকার

স্মারক নং ৬৪৯ (২৩) তথ্য/মুর্শিঃ তাং ২২-৯-০৮

এখন আর রুগ্ন নয় (১ম পৃষ্ঠার পর)

সব কিছু দেখে জেলা শাসক সংস্থার সভাপতি পদ থেকে অব্যাহতি নেন। জঙ্গিপুরের তদানীন্তন মহকুমা শাসক পি, এম, কে গান্ধীকে সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সেক্রেটারীও এখান থেকে বদলি নিয়ে চলে যান। এই অবস্থায় ষ্টেট মার্কেটিং বোর্ডের চেয়ারম্যান নরেন চ্যাটার্জীর নির্দেশ মতো জঙ্গিপুর নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির হাল ধরেন দেবজ্যোতি সরকার। তাঁর বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপে ও ইন্সপেক্টর প্রণব চ্যাটার্জীসহ কয়েকজন কর্মীর নিরলস প্রচেষ্টায় ক্রমশঃ সমিতির রুগ্নতা কাটতে থাকে। পাশাপাশি আয়ও বাড়তে থাকে। হতাশায় জর্জরিত কর্মীরা জীবন জীবিকার নতুন আলো দেখতে পান। দেবজ্যোতিবাবুর কঠোর কর্মদক্ষতায় সংস্থায় শৃংখলা ফিরে আসে। কাজে অবহেলায় পাঁচজন কর্মীকে তিনি সাসপেন্ডও করেন। বর্তমানে ফরাক্কা, রতনপুর ও মোরগ্রাম চেক পোষ্টের আয়ে ৬২ জন কর্মীর সাড়ে ছ' লক্ষ টাকা বেতন দিয়েও উদ্বৃত্ত থেকে যায় বেশ কিছু। এখন ক্রমশঃ আয় বাড়ছে। এই মহকুমায় প্রায় ৫০টি বিড়ি ফ্যাক্টরী ও ২০০টি বিড়ির পাতা-মশলা বিক্রির দোকান চালু আছে। সরকারী নির্দেশ মতো এগুলো থেকে ট্যাক্স আদায় হলে সমিতির বাৎসরিক আয় হবে প্রায় ২০০ কোটি। কিন্তু বিড়ি কোম্পানীগুলো মামলা মোকর্দমা করে আয়ে বাধা দিচ্ছে। এক সাক্ষাতকারে আর এম সির সেক্রেটারী দেবজ্যোতিবাবু জানান, "উমরপুরে ৩০ বিঘা নিজস্ব জায়গায় ও ৭৫ লক্ষ টাকা নিজস্ব মূলধনে ৪৮ টি এবং বি পি এলের ২৫ লক্ষ টাকায় আরো ১৭টি মোট ৬৫টি ঘর তৈরী হচ্ছে। এছাড়া ষ্টেট বাজেট থেকে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এখানে একটি অকশান প্লাটফরমও তৈরী হচ্ছে। এই কাজে বর্তমানে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। মার্কেটটি স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে বাজেট ধরা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। ষ্টেট মার্কেটিং বোর্ডে ম্যাক্রোমোট ফান্ড থেকে এই টাকা অনুমোদন হবে বলে আশা রাখছি। এই শ্রীবৃদ্ধিতে সমিতির সভাপতি পি, এম, কে গান্ধীরও যথেষ্ট অবদান আছে।"

কবাডি প্রতিযোগিতা—২০০৮ (১ম পৃষ্ঠার পর)

মোট ৮টি জেলার ছেলেদের ৮টি এবং মেয়েদের ৭টি দলের প্রায় ১৫০ জন প্রতিযোগী কবাডি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের বিভাগে ২৩ পয়েন্ট এবং ছাত্রীদের বিভাগে ৩৮ পয়েন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার জয়-জয়কার। জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি আসতে পারেননি। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ সভাপতি মহসীন আলি বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন। উদ্বোধক পূর্ণিমা দাস সভাধিপতি, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন এবং জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক দিলীপকুমার দাস কবাডির মত লুপ্তপ্রায় খেলাধুলার চর্চা এবং প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক সুভাষ সিনহা, জানে আলম মিঞা, বিধায়ক সুতী বিধানসভা। পরিচালন সংস্থার সহকারী সম্পাদক সুবোধকুমার দাস এক সাক্ষাৎকারে জানান বিজয়ীদের 'উইনার কাপ' দেওয়া হবে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ঐ বিদ্যালয়ের প্রয়াত শিক্ষক সুশান্ত পান্ডের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

শহরে ব্যাপক টিউবওয়েল চুরির হিড়িক, পুলিশ চুপ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহর এলাকায় বর্তমানে টিউবওয়েলের মাথা, কোথাও সম্পূর্ণ টিউবওয়েল, কোথাও জলের লাইনের পাইপ চুরি, কোথাও কপিকলে জল তোলার জন্য মান্ধাতা আমলের ইঁদারার দু'পাশে পিলার দিয়ে মোটা লোহার রড লাগানো ছিল, সেটাও বাড়ীর প্রাচীর টপকে চুরি করে নিয়ে গেছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর রাতে পন্ডিত প্রেস এলাকা থেকে তিনটি টিউবওয়েলের বডি দুষ্কৃতীরা খুলে নিয়ে যায়। তার আগে ঐ এলাকার গোপাল আগরওয়ালার বাড়ীর ভেতর থেকে কপিকলে জল তোলার মোটা রড থাম ভেঙে চুরি করে নিয়ে গেছে। ২১ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুর পুর এলাকার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বিলাত মহাজনের পাড়া থেকে পুরসভার তিনটি এবং বাসিন্দাদের দুটি মোট পাঁচটি টিউবওয়েল পাইপের মুখ থেকে খুলে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতিরা। এতদিন সেকন্দরা, মিঠিপুর এলাকায় টিউবওয়েল চুরির খবর পাওয়া যাচ্ছিল। এখন পুলিশ শহরে রাতে টহল দেয় না। পাহারাদার নিয়োগ করেছে তারা পাড়ায় পাড়ায়। এর জন্য জনসাধারণকে পয়সা গুণতে হচ্ছে।

পারিবেশিক উৎকর্ষ পুরস্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা সুপার থারম্যাল পাওয়ার ষ্টেশন তাদের এনভাইরনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট রক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য এনভাইরনমেন্ট এক্সিলেন্স গোল্ড অ্যাওয়ার্ড (২০০৮) পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। উল্লেখ্য ষোলো হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ইতিপূর্বে ২০০২—২০০৩ সালে উক্ত কৃতিত্বের জন্য সিলভার এ্যাওয়ার্ড, ২০০৩—২০০৪ সালে গোল্ড অ্যাওয়ার্ড এবং ২০০৭ সালে সিলভার অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

ব্যবসায়ীদের প্রতি

★ ত্রিশ বিঘা নিজস্ব জায়গার উপর পঁয়ষট্টিটি ঘর নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। যে সব ব্যবসায়ী ঘর নিতে ইচ্ছুক তারা সত্বর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে পছন্দ মতো ঘর নির্দ্ধারণ করুন।

★ যে সমস্ত কৃষিপণ্য ব্যবসায়ী এখনও বিনা লাইসেন্সে ব্যবসা চালু রেখেছেন তারা সত্বর আমাদের কাছ থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করুন। লাইসেন্সবিহীন ব্যবসা চালু রাখা আইনত দন্ডনীয়।

জঙ্গিপুর নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি

উমরপুর, পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

পি, এম, কে, গান্ধী
চেয়ারম্যান

দেবজ্যোতি সরকার
সেক্রেটারী

পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকবে

৺দুর্গা পুজোয় প্রেস বন্ধ থাকার জন্য আগামী ৮ অক্টোবর '০৮ এর 'জঙ্গিপুর সংবাদ' প্রকাশ বন্ধ থাকবে। সঃ জঃ সঃ

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে উদ্বোধন হলো

॥ হোটেল ইণ্ডিগো ॥

বাস ষ্ট্যাণ্ডের সন্নিকটে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রুচিসম্মত আহার, এয়ার কণ্ডিশনসহ বাসস্থান, কনফারেন্স রুম এবং যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা বলবো।

কোলকাতার অভিজ্ঞ কুক দিয়ে ১ অক্টোবর '০৮ থেকে এখানে রেষ্টুরেন্টও চালু হলো।

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি

এনেছে মহাপুজো, ঈদ ও দীপাবলীর

॥ বিশেষ উপহার ॥

★ **MIS** (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯·৫০% (৬ বছর)

★ সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০·০৫%
এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০·৫০%

★ ৮ বছরে টাকা ডবল হচ্ছে

★ **NSC, KVP, LIP** ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ

★ গিফট্ চেক (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন

★ অল্প সুদে (মাত্র ১০%—১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরীর স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরেজীবীরা তো বটেই—অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।

★ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।

★ ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফ্টের সুবিধা।

★ ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।

এছাড়াও আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেঃ সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ ☐ দরবেশপাড়া

শ্রীনিমাইচন্দ্র সাহা
সম্পাদক

শ্রীমৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।